" এই তো জীবন" ডা. আশিস্ কুমার সিংহ

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'- আমাদের ঋষি-কবির ইচ্ছের কথা আমি বহু আগেই পড়েছিলাম কিন্তু এই নিয়ে আলাদাভাবে কোন চিন্তা-ভাবনার কথা মনে আসে নি। কিন্তু এবারই প্রথম.....

কোন দিক থেকেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমার মায়ের আজকাল 'কথামালার' (ঈশপের গল্প) কেঠো বুড়ির মতো অবস্থা। বয়সের ভারে আর টাকা পয়সার টানে দীর্ণ, শীর্ণ আর জরাজীর্ণ অসহায় কেঠো বুড়ির হারির হাল--- রীতিমত নাজেহাল সে নিজেকে নিয়ে। সকলের মরণ হচ্ছে... শুধু তার কেন যে হচ্ছে না সে এটাই বুঝে উঠতে পারছে না, দিনের মধ্যে অন্তত একশো-আটবার সে যমদূতের ষষ্ঠীপুজো করে। তাঁকে সামনে পেলে সে গোটা দু-চারটে কিল-চড় ও যমদূতকে বসিয়ে দিতে যে দেরী করবে না, একথা জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছে সে সকলের আগেই। তুলে নাও ঠাকুর, তুলে নাও----- এটাই তার আর্জি কিন্তু মৃত্যু দেবতার কোন সাড়া-শব্দ নেই, তিনি ব্যস্ত অন্যদের নিয়ে।

আরে বাবা, সেখানেও বিরাট কিউ, আবার তাঁকে আন্ডার স্টাফ কাজ করতে হচ্ছে - ধর্মঘট, চলছে-চলবে জাতের ব্যাপার ও সেখানে যে আছে এটা তো কেঠো বুড়ির জানা নেই। সে ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে... তার মরণ যে কেন হচ্ছে না...। একদিকে অন্যদের নানা জাতের চড়-চাপর নিয়ে যমদূত রাতিমত চাপে অন্যদিকে আবার কেঠো বুড়ি নিজেকে নিয়ে নিজেই হাঁপিয়ে উঠছে। আজকাল প্রতিবেশীরা কোনভাবেই সাহায্য করা তো দূরের কথা, তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। সকলের মাঝে থেকেও সে একা-একেবারে নির্বান্ধব।

মনে হচ্ছে, কেঠো-বুড়ি ইদানীং যমদূতের জন্য অপেক্ষা করাটা ছেড়েই দিয়েছে.....দূর, যা হচ্ছে-....কি আর করার আছে! এমন সময় যমদূত হঠাৎ একদিন দেখা দিলেন... চলো মা! ডাক শুনে কেঠো-বুড়ি চমকে উঠলো! এদিকে মহারাজের ডাক এসে গেলে ও বুড়ির যাওয়ার ইচ্ছেটা কিন্তু ফুড়ুৎ । না..... না..... এখানে ভালোই আছি! অজানা-অচেনা জায়গায় একা-একা আবার কোথায়! না..... না..... ভালোই আছি, এখন বোঝাটা কেবল উঠিয়ে দিলেই হবে। কেঠো বুড়ি কোন রকমে এই কথাগুলো বলে উঠলো।

আমার মায়েরও অবস্থা আজকাল ঐ কেঠো বুড়ির মতো। এখানে আবার কেউ থাকে? ছ্যা...ছ্যা..... মন একেবারে বিষিয়ে গেছে তাঁর। ঝামেলার ডিপো একটা..... দূর দূর। এদিকে

কিন্তু যমদূত মাকে নাকি ভুলে গেছে মায়ের একমাত্র অভিযোগ এটাই। তাঁর দেখা পেলে তিনি যে তাঁকে হাতা পেটা করবেন, এটা তাঁকে জানিয়ে দিতে মা কিন্তু কসুর করছেন না, কিন্তু নির্বিকার যমদূত।

এমন সময় মা জানতে পারলেন যে এই মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি বড় ঠাকুমা হতে চলেছেন। এটা আমিই জানিয়েছি এই দিন তিনেক আগে। মানে, এবারে মায়ের বিরাট একটা লোভনীয় প্রমোশন হতে চলেছে... প্রমোশন উইথ লেটার মার্কস! শুনে মায়ের চেহারা পাল্টে গেলো। মনে হল, বয়সটা যেন প্রায় বছর দশেক কমে গেছে। উৎসব-উৎসব একট ভাব মুখের মধ্যে।

এরপর কিছুক্ষণের নীরবতা- পিন ড্রপ সাইলেন্স-তারপর আমার ডানহাতটা চেপে ধরে একেবারে নীচু অথচ গাঢ় গলা অনেকটা নির্দেশ দেওয়ার মতো করে মা বললেন, আমাকে পর-নাতি দেখিয়ে যাবি কিন্তু!

মনে রাখার মতো কথা হল এই যে মা 'নাতি' দেখতে চেয়েছিলেন। এদিকে আমি কিন্তু ঠিক সময়েই তাঁকে নাতনি দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। দিন কয়েক ছিলাম আর সে কদিন তাঁর ব্যবহারে কোন বদল আমি কিন্তু বুঝতে পারি নি।

তবে হ্যাঁ, যমদূতের পিন্ডি চটকাবার ব্যাপারটা এখন মনে হচ্ছে বন্ধ হয়েছে। ..... হাব-ভাবে একটা স্বস্তির ভাব। হতে পারে, সেটা হয়তো এবার নাতির মুখ দেখার জন্য..... নতুন করে আবার অপেক্ষায় থাকা, এক অনিশ্চিত নতুনের জন্য।

ধন্যবাদান্তে,

ডা. আশিস্ কুমার সিংহ
মধুপুর
Mob. 09413177857 7
(DR. ASHISH KR. SINHA)
Retd. Teacher S. K. M. University
Dumka Jharkhand.

THIS INDEED IS LIFE

Dr. Ashish Kr. Sinha ,
Retired Teacher,
Sido Kanhu Murmu University,
Dumka, Jharkhand

'Don't want to die in this beautiful world'-I had read the wishes of our saintly bard long back but did not care to think about those words. But this time it happened so…..

It cannot be denied that my mother is now a replica of the old lady depicted in Easoph's fables. Troubles of old age and lack of fund transformed her into a weak, spiritless and helpless creature. People are dying in hordes but how death is alluding her-she is unable to figure it out. She has been offering prayers to god of death hundred eight times a day. She has also declared that had she happened to come across messenger of death, she would have thrown a few blows on him. 'God, please escort me other world'she prays but the god of death does not respond; he is engaged with other souls.

Yes, there is a long queue over there. God of death has been working with depleted man power; strikes and ceaseworks are a common feature over there but the old lady does not know. She is busy with herself. Why god of death does not pick her? Messenger of death is in stress due to workload and on the other hand the old lady is tired of herself. Now a days, neighbors do not lend helping hand to her; even they do not speak to her. Surrounded by people, she is living a solitary life.

Of late, it appears that the old lady does not bother about the call from messenger. What the hell is going on here…..let it be. What she can do?

Suddenly the messenger appeared with the sermon- time is up. As call from death-god reached her, her wishes to leave the world evaporated.

No…no…I am fine here. Alone in a distant and unknown place? It is okay here; just unload some troubles off me—she managed to whisper.

Incidentally mother came to learn from me a few days back that she would be a great grandmother in about three months. Now my mother is destined for an enviable promotion—promotion with letter-marks. She seemed to have lost ten years of age—the face radiant in festive mood.

For a while, mother was silent and then she directed me in a low but firm voice—do not forget to bring great grandson to me.

The point to mention here is that she wished to see great grandson but at the scheduled hour I arrived with great granddaughter. I stayed with her for several days did not notice any change in her attitude.

It appears that she has ceased to blame messenger of death. She was at ease with her all day long. May be—she desires to see the face of great grandson; thus begins another round of awaiting.

// Traslated from Bengalee by Apurba Ghosh, Jalpaiguri, WB.//